গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
আইসিটি সেল

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন (stakeholders) অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব
সভার তারিখ	২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	সেতু ভবনের অডিটোরিয়াম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং তিনি বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট কালরাতে ঘাতকের বুলেটে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ সকল শহিদ, জেলখানায় হত্যাকাণ্ডের শিকার ৪ নেতাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও নির্যাতিত ২ লাখ মা বোনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। । তারপর তিনি যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগকে অংশীজন সভার কার্যক্রম শুরু করতে অনুরোধ জানান। অতঃপর যুগ্মসচিব (প্রশাসন) উপস্থিত সকলকে স্ব স্ব পরিচিতি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচিতি পর্বের পর তিনি সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে কাজ করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) সভা আয়োজন করে থাকে।

সভাপতির অনুরোধক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ অংশীজনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি সার্বিক বিষয়ে মতামত উপস্থাপন করার জন্য উপস্থিত অংশীজনের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ মিসেস সুরাইয়া পারভীন বলেন যে, পুনর্বাসন সংক্রান্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে সেতু বিভাগ হতে টেলিফোনের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয় এবং টপ-আপ (অতিরিক্ত অর্থ) পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেই সাথে পুনর্বাসন ভিলেজে ফ্ল্যাটগুলো গুচ্ছভাবে বরাদ্দের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন।	সকল ক্ষতিগ্রস্থ আবেদনকারীর উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে ফ্ল্যাটগুলো গুচ্ছভাবে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।	পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

০২	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ জনাব মো: আব্দুল হাই বলেন যে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে রাজধানী ঢাকার যানজট বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ফ্ল্যাট বরাদ্দের কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়ে ফ্ল্যাটের কিস্তির টাকা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য অনুরোধ করেন। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম এস আকতার বলেন যে, পুনর্বাসন ভিলেজে ভবন নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত জমির মূল্য এবং টেন্ডারের চুক্তি মূল্য বিবেচনায় নিয়ে ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন ভিলেজ এর রাস্তা, স্কুল, ক্লিনিক, মার্কেট এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যয়িত অর্থ ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই ফ্ল্যাটের মূল্য প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।	ফ্ল্যাটের নির্ধারিত মূল্য প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় তা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	১। পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২। প্রকল্প পরিচালক ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প
০৩	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ জনাব মো: রহিম বলেন যে, ভূমি অধিগ্রহণের টপ আপ এর টাকা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু হোটেলের কোন ক্ষতিপূরণ পাননি মর্মে সভাপতি মহোদয়কে জানান। প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে জানান যে, অধিগ্রহণের সময়ে যে সমস্ত স্থাপনা ছিল, সে সমস্ত স্থাপনা তালিকাভুক্ত করে যথানিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। তবে, যদি কেউ অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপনের পরে কোন স্থাপনা নির্মাণ করে থাকে সেক্ষেত্রে করার কিছু থাকে না।	জনাব মো: রহিমের উত্থাপিত হোটেলের টপ-আপ প্রদানের বিষয়ে প্রাপ্যতা থাকলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হলো।	প্রকল্প পরিচালক ঢাকা - আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প
০৪	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ জনাব আবুল বাশার ভূঁইয়া জানান যে, সেপ্টেম্বর মাসে উদ্বোধনকৃত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমান বন্দর থেকে ফার্মগেট অংশ খুলে দেওয়ায় মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে বিমান বন্দর হতে তেজগাঁও ভ্রমণ করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ভূমি অধিগ্রহণের স্থানগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অনুরোধ করেন।	ভূমি অধিগ্রহণের স্থানগুলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা পূর্বক খেলার মাঠ, ওয়াকওয়ে, সাইকেল জোন নির্মাণের বিষয়ে পদক্ষেপ প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হলো।	১। পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২। প্রকল্প পরিচালক ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প

০৫	এডভোকেট রোকেয়া সুলতানা বলেন যে, ফ্ল্যাট পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা থাকলে অংশীজনদের সুবিধা হবে।	ক্ষতিগ্রস্থদের ফ্ল্যাট প্রাপ্তির জন্য ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে আলোচনা পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থদের "অ্যাসাইন্টমেন্ট" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাংক লোন প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়।	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
০৬	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ জনাব মো: আবুল বারাকাত মসজিদের অজুখানা নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নামাজের সুবিধার্থে মসজিদটি সম্প্রসারণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।	সরকারের আওতাধীন নয় এমন জায়গা প্রাপ্তির ভিত্তিতে মসজিদ সম্প্রসারণের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়।	প্রকল্প পরিচালক ঢাকা - আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প

পরিশেষে আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো. মনজুর হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৩৭.০৩২.১৩.৪৮৬

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪৩০
৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৩) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৪) পরিচালক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৫) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৬) উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৭) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৮) প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প
৯) প্রকল্প পরিচালক, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প
১০) অতিরিক্ত পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১১) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১২) সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১, সেতু বিভাগ
১৩) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

১৪) প্রোগ্রামার , আইসিটি সেল, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৫) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

১৬) জনাব.....

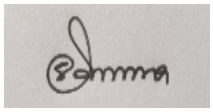

সালমা খাতুন

সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)